# WEST BENGAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PURTA BHAVAN (2ND FLOOR)
BLOCK-DF, SECTOR-I, SALT LAKE,
KOLKATA-700 091
PHONE: 2337-2655, FAX: 2337-9633
E-mail: wbhrc8@bsnl.in


Ref. No. 116/WBHRC/COM/88/2014-15 Date: 19.5.15

From : Shri Nirmal Chandra Sarkar,
Assistant Secretary.

To : The Commissioner of Police,
Kolkata,
18, Lalbazar Street,
Kolkata - 700 001.

Sub : News item dated 18.05.15 published in "Protidin"

Sir,

I am directed to send herewith a copy of the News item dated 18.05.15 published in "Protidin", a Bengali daily and to inform you that the West Bengal Human Rights Commission has passed an order directing you to enquire into the matter and submit report within four weeks.

You are, therefore, requested to submit the report accordingly.

Enclo : As stated

Yours faithfully,

19.5.15

Assistant Secretary.

T/C

বিমান মাশুল প্রতিকপি : ত্রিপুরা, অসম ১ টাকা।

# পুলিশকে বন্দি করে পেটালেন ডাক্তাররা

## চিকিৎসা ঘিরে গোলমাল, এনআরএস হাসপাতালে অভিযুক্ত ইনটার্নরা

স্টাফ রিপোর্টার : ফের অভিযোগের আঙুল উঠল এনআরএস হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে।

এবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এক মহিলার চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে এনআরএস হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে গোলমাল বাধে। মানিকতলা থানার পুলিশ আধিকারিকদের অভিযোগ, হাসপাতালের ভিতর একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তার ও ইনটার্ন তাঁদের মারধর করেন। এমনকী, এক মহিলা পুলিশকর্মীর শ্লীলতাহানি করা হয়। ভেঙে ফেলা হয় মানিকতলা থানার এক পুলিশ আধিকারিকের ফোনও। ডিসি (ইএসডি) ধ্রুবজ্যোতি দে জানান, আক্রান্ত পুলিশ কর্মীরা যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অভিযোগ দায়ের হলে তদন্তে যদি জুনিয়র ডাক্তাররা দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

পুলিশ জানায়, এদিন মানিকতলায় রাজ্যের এক মন্ত্রীর বাড়ির কাছে এক মানসিক বিপর্যস্ত এক মহিলাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। মহিলার মাথায় ক্ষত ছিল। মন্ত্রী উদ্যোগ নিয়ে মানিকতলা থানায় ফোন করে ব্যবস্থা নিতে বলেন। মানিকতলা থানার ওসির নির্দেশে সাব ইন্সপেক্টর পি কে মাহাতো পুলিশের একটি টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। টিমে ছিলেন এক মহিলা পুলিশ কনস্টেবলও। তাঁরা মহিলাকে উদ্ধার করে এনআরএস-এ নিয়ে যান। দেখা যায়, মহিলার মাথার ক্ষতে সংক্রমণ হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানায়, ছোট একটি 'অপারেশন' করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও ওষুধ কেনার জন্য মানিকতলা থানার পুলিশকে তালিকাও দেওয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই সাব ইন্সপেক্টর নিজেই খরচ করে ওই জিনিসগুলি কেনেন। এর পর ক্ষত অপারেশন করেন চিকিৎসকরা। অপারেশনের পর পুলিশকে বলা হয় মহিলাকে নিয়ে যেতে। পুলিশ আধিকারিকরা ডাক্তারদের জানান, মহিলা ভবঘুরে। তাই তাঁকে হাসপাতালেই ভর্তি করতে হবে। ডাক্তাররা নারাজ হন। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে ইনটার্ন ও জুনিয়র ডাক্তারদের বচসা হয়। পুলিশের অভিযোগ, আধিকারিকরা হাসপাতালের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। একটি ঘরে চারজনকে আটকে রাখা হয়। তাঁরা বেরতে গেলে ডাক্তাররা বাধা দেন। পুলিশ অফিসার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই ওই অফিসারের মুখে এক জুনিয়র ডাক্তার ঘুসি মারেন বলে অভিযোগ। পুলিশের টিমে থাকা ওই মহিলা পুলিশকর্মীর শ্লীলতাহানিও করা হয়। প্রমাণস্বরূপ পুরো ঘটনাটির ছবি তুলে রাখছিলেন সাদা পোশাকের এক পুলিশকর্মী। অভিযোগ, তাঁকে মারধর করে তাঁর হাত থেকে মোবাইল ফোনটি কেড়ে সেটি ভেঙে ফেলা হয়। এর মধ্যেই গোলমালের খবর পেয়ে ওই ঘরে যান হাসপাতালের আউটপোস্টের পুলিশকর্মীরা। তাঁরাই মানিকতলা থানার ওই পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থলে যান ডিসি (ইএসডি), মানিকতলা ও এন্টালি থানার আধিকারিকরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর সঙ্গে পুলিশকর্তাদের বৈঠকও হয়। পরবর্তীকালে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য জুনিয়র ডাক্তার ও ইনটার্নদের সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত বছর এনআরএস হস্টেলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত যুবক কোরপান শাহকে মারধর করে খুনের অভিযোগ উঠেছিল জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তারকে গ্রেফতারও করা হয়।

## আলস বেলা

আপনাদের মুখে শুনলাম। খোঁজ নিয়ে দেখছি।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকতলা মোড়ে এক ভবঘুরে মহিলা অসুস্থ অবস্থায় পড়েছিলেন। এলাকার বাসিন্দারা পুলিশকে ...

... বলেন, রিপোর্ট পাই। তারপর তদন্তের কথা।